চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়

এই অধ্যায়ে চতুর্বিধ প্রলয় (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক) এবং সংসার চক্র নিবারণের একমাত্র উপায় স্বরূপ শ্রীহরির পবিত্র নাম জপ কীর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সহস্র যুগচক্রে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ব্রহ্মার প্রতি দিবস তথা কল্প হচ্ছে চৌদ্দজন মনুর জীবনকাল। ব্রহ্মার রাত্রির সময়সীমাও তাঁর দিবসেরই সমান। ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে তিনি নিদ্রা যান এবং তখন তিনটি লোকের প্রলয় হয়। এই হচ্ছে নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার যখন একশত বছর আয়ু শেষ হয়, তখন প্রাকৃত তথা জড় জগতের সামগ্রিক প্রলয় হয়। সেই সময় জড়া প্রকৃতির মহৎ আদি সাতটি উপাদান এবং উক্ত উপাদানে নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয়। কোন মানুষ যখন পরম সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, তখনই তিনি বাস্তব বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনি এই সমগ্র সৃষ্ট জগৎকে পরম তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন তথা অবাস্তবরূপে দর্শন করেন। এই উপলব্ধিকে বলা হয় আত্যন্তিক প্রলয় (মুক্তি)। প্রতি মুহূর্তে কাল অদৃশ্যরূপে সমস্ত সৃষ্ট জীবের দেহ এবং জড়ের অন্যান্য প্রকাশকে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের পন্থাই জীবের জন্ম মৃত্যুরূপ নিত্য প্রলয়ের কারণ। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে স্বয়ং ব্রহ্মা সহ সমস্ত জীবেরাই সর্বদা এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কবলীভূত হয়। জড় জীবন মানেই জন্ম-মৃত্যু কিংবা সৃষ্টি ও প্রলয়ের বশ্যতা স্বীকার করা। এই ভব সাগরকে অতিক্রম করার একমাত্র উপযুক্ত নৌকা হচ্ছে বিনীতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাকথা শ্রবণ করা। এছাড়া একে অতিক্রম করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উপাচ

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধাবধির্নৃপ ।
কথিতো যুগমানং চ শৃণু কল্পলয়াবপি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কালঃ**—কাল; **তে**—তোমাকে; **পরম-অণু**—অদৃশ্য পরমাণু (যার পরিপ্রেক্ষিতে কালের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের পরিমাপ করা হয়); **আদিঃ**—আদি; **দ্বি-পর-অর্ধ**—ব্রহ্মার জীবদ্দশার দুই অর্ধাংশ আয়ু; **অবধিঃ**—অবধি; **নৃপ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **কথিতঃ**—কথিত হয়েছে; **যুগ-মানম্**—যুগের

সময়সীমা; চ—এবং; শৃণু—এখন শ্রবণ কর; কল্প—ব্রহ্মার দিবস; লয়ৌ—প্রলয়; অপি—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ, একটি পরমাণুর গতির ভিত্তিতে পরিমিতি কালের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবৎকাল পর্যন্ত সময়ের পরিমিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন যুগের পরিমিতি সম্পর্কেও আপনাকে বলেছি। এখন ব্রহ্মার দিবসকাল এবং প্রলয় সম্পর্কে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে ।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাম্পতে ॥ ২ ॥

চতুঃ-যুগ—চারি যুগ; সহস্রম্—এক হাজার; তু—বস্তুত পক্ষে; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; দিনম্—দিবস; উচ্যতে—বলা হয়; সঃ—সেই; কল্পঃ—এক কল্পকাল; যত্র—যাতে; মনবঃ—মানব জাতির আদি প্রজাপতিগণ; চতুর্দশ—চৌদ্দজন; বিশাম্পতে—হে রাজা।

অনুবাদ

এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয় যা কল্প নামে পরিচিত। হে মহারাজ, সেই সময়ের মধ্যে চৌদ্দজন মনু গমনাগমন করেন।

শ্লোক ৩

তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা ।
ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি ॥ ৩ ॥

তৎ-অন্তে—সেই সকল (সহস্র যুগচক্রের) অবসানে; প্রলয়ঃ—প্রলয়; তাবান্—অনুরূপ সময় সীমা; ব্রাহ্মী—ব্রহ্মার; রাত্রিঃ—রাত্রি; উদাহৃতা—বর্ণিত হয়; ত্রয়ঃ—তিনটি; লোকাঃ—লোকসমূহ; ইমে—এই সকল; তত্র—সেই সময়; কল্পন্তে—প্রবণতা সম্পন্ন হয়; প্রলয়ায়—প্রলয়ের জন্য; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একদিবসের অবসানে একই রকম সময় সীমা বিশিষ্ট তাঁর রাত্রি কালেও প্রলয় সংঘটিত হয়। সেই সময় ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্লোক ৪

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্ ।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

এষঃ—এই; **নৈমিত্তিকঃ**—নৈমিত্তিক; **প্রোক্তঃ**—উক্ত হয়; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়; **যত্র**—যাতে; **বিশ্ব-সৃক্**—বিশ্ব স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণ; **শেতে**—শয়ন করেন; **অনন্ত-আসনঃ**—অনন্তশেষ নাগের শয্যায়; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **আত্ম-সাৎ-কৃত্য**—আত্মসাৎ করে; **চ**—ও; **আত্মভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

যখন আদি স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণ অনন্তশেষ-শয্যায় শয়ন করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করেন তখন একে বলা হয় নৈমিত্তিক প্রলয়। এই সময় ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন থাকেন।

শ্লোক ৫

দ্বিপরার্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ ॥ ৫ ॥

দ্বি-পরার্ধে—দুই পরার্ধ; **তু**—এবং; **অতিক্রান্তে**—যখন অতিক্রান্ত হয়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পরমেষ্ঠিনঃ**—সর্বোচ্চ অধিষ্ঠিত জীব; **তদা**—তখন; **প্রকৃতয়ঃ**—প্রকৃতির উপাদান সমূহ; **সপ্ত**—সাত; **কল্পন্তে**—অধীনস্থ হয়; **প্রলয়ায়**—প্রলয়ের; **বৈ**—বস্তুত পক্ষে।

অনুবাদ

যখন পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার দুই পরার্ধ কাল অতিক্রান্ত হয়, তখন সৃষ্টির সাতটি মৌলিক উপাদানের প্রলয় হয়।

শ্লোক ৬

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে ।
অণ্ডকোষস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥ ৬ ॥

এষঃ—এই; **প্রাকৃতিকঃ**—জড়া প্রকৃতির উপাদান সমূহের; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিত; **প্রলয়ঃ**—প্রলয়; **যত্র**—যাতে; **লীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **অণ্ডকোষঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **তু**—এবং; **সংঘাতঃ**—সংঘাত; **বিঘাতে**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ; **উপসাদিতে**—সম্মুখীন হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, জড় উপাদান সমূহের প্রলয় হলে পর, সৃষ্টির উপাদান সমূহের সংঘাত থেকে উদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সম্মুখীন হয়।

তাৎপর্য

এটি তাৎপর্যমণ্ডিত যে মহারাজ পরীক্ষিতের গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যের মৃত্যুর ঠিক প্রাক্কালে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করছেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের কাহিনী শ্রবণ করলে পরে মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে এই অনিত্য জগৎ থেকে তার ব্যক্তিগত প্রস্থান সমগ্র প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের সুবিশাল পরিধির মধ্যে এক অতি তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। এইভাবে ভগবানের সৃষ্টি সম্পর্কে তার গভীর এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী একজন আদর্শ গুরুরূপে তাঁর শিষ্যকে মৃত্যুর মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছেন।

শ্লোক ৭

পর্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি ।
তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ ॥ ৭ ॥

পর্জন্যঃ—মেঘ; **শত-বর্ষাণি**—এক শত বৎসর ধরে; **ভূমৌ**—এই পৃথিবীতে; **রাজন্**—হে মহারাজ; **ন বর্ষতি**—বর্ষিত হবে না; **তদা**—তখন; **নিরন্নে**—দুর্ভিক্ষের আগমনে; **হি**—বস্তুতই; **অন্যোন্যম্**—একে অপরকে; **ভক্ষ্যমাণাঃ**—ভক্ষণ করে; **ক্ষুধা-আর্দিতাঃ**—ক্ষুধার দ্বারা ক্লিষ্ট; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **যাস্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **শনকৈঃ**—ক্রমে ক্রমে; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **উপদ্রুতাঃ**—উপদ্রুত; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ, প্রলয় সমাগত হলে পরে এই পৃথিবীতে একশত বৎসর বৃষ্টি হবে না। অনাবৃষ্টি থেকে দুর্ভিক্ষ হবে। ক্ষুধার্ত জনগণ আক্ষরিক অর্থেই একে অপরকে ভক্ষণ করবে। পৃথিবীর বাসিন্দাগণ কালের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হবে।

শ্লোক ৮

সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্তকো রবিঃ ।
রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্বং নৈব বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সামুদ্রম্—সমুদ্রের; **দৈহিকম্**—দেহধারী জীবদের; **ভৌমম্**—পৃথিবীর; **রসম্**—রস; **সাংবর্তকঃ**—ধ্বংসকারী; **রবিঃ**—সূর্য; **রশ্মিভিঃ**—রশ্মির দ্বারা; **পিবতে**—পান করে; **ঘোরৈঃ**—ঘোর; **সর্বম্**—সবকিছু; **ন**—না; **এব**—এমন কি; **বিমুঞ্চতি**—দেয়।

অনুবাদ

সূর্যদেব তাঁর প্রলয়ঙ্কর সাম্বর্তকরূপে তাঁর ঘোরতর রশ্মি দ্বারা সমুদ্র, জীবদেহ এবং স্বয়ং ভূমির সমস্ত রস পান করবে। কিন্তু সেই ধ্বংসোন্মুখ সূর্য প্রতিদানে কোনও বৃষ্টি দান করবে না।

শ্লোক ৯

ততঃ সংবর্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ ।
দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; **সংবর্তকঃ**—প্রলয়ঙ্কর; **বহ্নিঃ**—আগুন; **সঙ্কর্ষণ**—পরমেশ্বর সঙ্কর্ষণের; **মুখ**—মুখ থেকে; **উত্থিতঃ**—উত্থিত; **দহতি**—দহন করে; **অনিল-বেগ**—বায়ুর বেগে; **উত্থিতঃ**—উত্থিত; **শূন্যান্**—শূন্য; **ভূ**—গ্রহদের; **বিবরান্**—ফাটলসমূহ; **অথ**—তারপর।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে মহা সম্বর্তক বহ্নি উত্থিত হবে। প্রবল বায়ুর শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে নিষ্প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড কোষকে উত্তপ্ত করে সেই বহ্নি সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রজ্জ্বলিত হবে।

শ্লোক ১০

উপর্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্যয়োঃ ।
দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥ ১০ ॥

উপরি—উপর; **অধঃ**—নীচে; **সমন্তাৎ**—সমস্ত দিকে; **চ**—এবং; **শিখাভিঃ**—শিখার দ্বারা; **বহ্নি**—বহ্নির; **সূর্যয়োঃ**—এবং সূর্যের; **দহ্যমানম্**—দহনশীল; **বিভাতি**—বিকীর্ণ হয়; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **গোময়**—গোবর; **পিণ্ড-বৎ**—পিণ্ডের মতো।

অনুবাদ

উপর দিক থেকে দহনশীল সূর্য এবং নিম্নদিক থেকে ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ-নিঃসৃত আগুন—এইভাবে সমস্ত দিক থেকে দগ্ধ হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড গোলক এক জ্বলন্ত গোময় পিণ্ডবৎ প্রতিভাত হবে।

শ্লোক ১১

ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্ ।
পরঃ সাংবর্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্ ॥ ১১ ॥

ততঃ—তারপর; প্রচণ্ড—প্রচণ্ড; পবনঃ—বায়ু; বর্ষানাম্—বর্ষসমূহের; অধিকম্—অধিকতর; শতম্—একশত; পরঃ—মহান; সাংবর্তকঃ—ধ্বংসের কারণ হয়ে; বাতি—প্রবাহিত হয়; ধূম্রম্—ধূম্রবর্ণ; খম্—আকাশ; রজসা—ধূলির দ্বারা; আবৃতম্—আবৃত।

অনুবাদ

এক মহান ও প্রচণ্ড সাংবর্তক বায়ু একশত বৎসরেরও অধিক সময় ধরে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এবং ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আকাশ ধূম্রবর্ণ ধারণ করবে।

শ্লোক ১২

ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ ।
শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; মেঘ-কুলানি—মেঘকুল; অঙ্গ—হে রাজা; চিত্রবর্ণানি—বিচিত্র বর্ণের; অনেকশঃ—বহু সংখ্যক; শতম্—একশত; বর্ষাণি—বৎসর; বর্ষন্তি—বৃষ্টি বর্ষণ করবে; নন্দতি—বজ্র পাত করবে; রভস-স্বনৈঃ—প্রচণ্ড শব্দে।

অনুবাদ

হে মহারাজা, তারপর প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ গর্জন করতে করতে বিচিত্রবর্ণের মেঘকুল পুঞ্জীভূত হবে এবং এক শত বৎসর ধরে জগতকে বর্ষণে প্লাবিত করবে।

শ্লোক ১৩

তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তারপর; এক-উদকম্—একটি মাত্র জলাধার; বিশ্বম্—বিশ্ব; ব্রহ্ম-অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড; বিবর-অন্তরম্—ভিতরে।

অনুবাদ

সেই সময়, একটি মাত্র মহাজাগতিক সমুদ্র সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক জলে নিমজ্জিত হবে।

শ্লোক ১৪

তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে ।
গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

তদা—তখন; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **গন্ধ-গুণম্**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ নামক গুণটি; **গ্রসন্তি**—গ্রাস করে; **আপঃ**—জল; **উদপ্লবে**—প্লাবনের সময়; **গ্রস্ত-গন্ধা**—গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে; **তু**—এবং; **পৃথিবী**—ক্ষিতি রূপ উপাদান; **প্রলয়ত্বায় কল্পতে**—অপ্রকাশিত হয়ে যায়।

অনুবাদ

সমগ্র বিশ্ব যখন প্লাবিত হবে, সেই জল তখন ক্ষিতির অনুপম গন্ধ গুণটিকে গ্রাস করবে এবং গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই ক্ষিতিরূপ উপাদানটি লয় প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত জুড়ে যা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, ব্যোম নামক প্রাথমিক উপাদানটির বিশেষ গুণ হচ্ছে শব্দ। সৃষ্টি যতই প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে বায়ু নামক দ্বিতীয় উপাদানটি সৃষ্টি হয় এবং শব্দ ও স্পর্শ গুণটি এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। তেজ নামক তৃতীয় উপাদানটি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ—এই গুণগুলি ধারণ করে এবং চতুর্থ উপাদান অপ শব্দ স্পর্শ রূপ এবং রসকে ধারণ করে। ক্ষিতি ধারণ করছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধকে। প্রতিটি উপাদান যখন তাদের বিশিষ্ট গুণকে হারিয়ে ফেলে তখন স্বভাবতই তার সূক্ষ্মতর উপাদানগুলি থেকে আর পৃথক করা যায় না এবং এইভাবে সেটি তার অনুপম সত্তা হারিয়ে কার্যতই বিলীন হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫-১৯

অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ ।
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা ॥ ১৫ ॥
লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্ ।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্ ॥ ১৬ ॥
শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনু লীয়তে ।
তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ ॥ ১৭ ॥
মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্ ।
গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্ ॥ ১৮ ॥
ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অপাম্—জলের; **রসম্**—রস; **অথ**—তারপর; **তেজঃ**—তেজ; **তাঃ**—সেই জল; **লীয়ন্তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **অথ**—তারপর; **নীরসাঃ**—রস নামক গুণকে বঞ্চিত হয়ে; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **তেজসঃ**—তেজের; **রূপম্**—রূপ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **তৎ-রহিতম্**—সেই রূপ থেকে রহিত হয়ে; **তদা**—তখন; **লীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **চ**—এবং; **অনিলে**—বায়ুতে; **তেজঃ**—তেজ; **বায়োঃ**—বায়ুর; **খম্**—ব্যোম; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **গুণম্**—অনুভব যোগ্য গুণ (স্পর্শ); **সঃ**—সেই বায়ু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **খম্**—ব্যোম; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিত; **ততঃ**—তারপর; **চ**—এবং; **নভসঃ**—ব্যোমের; **গুণম্**—গুণ; **শব্দম্**—শব্দ; **গ্রসতি**—গ্রাস করে; **ভূত-আদিঃ**—তম গুণাশ্রিত অহংকার নামক উপাদান; **নভঃ**—ব্যোম; **তম্**—সেই অহংকারে; **অনু**—পরিণামে; **লীয়তে**—লীন হয়; **তৈজসঃ**—রজগুণাশ্রিত অহংকার; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **দেবান্**—দেবতাগণ; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার; **গুণৈঃ**—(অহংকারের) ব্যক্ত কার্যাদি সহ; **মহান্**—মহৎতত্ত্ব; **গ্রসতি**—গ্রাস করে; **অহংকারম্**—অহংকার; **গুণাঃ**—প্রকৃতির মৌলিক গুণসমূহ; **সত্ত্ব-আদয়ঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম; **চ**—এবং; **তম্**—সেই মহৎ; **গ্রসতে**—গ্রাস করে; **অব্যাকৃতম্**—প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ; **রাজন্**—হে রাজন্; **গুণান্**—তিনটি গুণ; **কালেন**—কালক্রমে; **চোদিতম্**—চালিত; **ন**—না; **তস্য**—সেই অব্যক্ত প্রকৃতির; **কাল**—সময়ের; **অবয়বৈঃ**—অংশের দ্বারা; **পরিণাম-আদয়ঃ**—দৃশ্য বস্তুসমূহের রূপান্তর এবং বিভিন্ন পরিবর্তন (সৃষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি); **গুণাঃ**—সেই সকল গুণ; **অনাদি**—অনাদি; **অনন্তম্**—অনন্ত; **অব্যক্তম্**—অব্যক্তম; **নিত্যম্**—নিত্য; **কারণম্**—কারণ; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

অনুবাদ

তেজ তখন অপ-এর রস গুণটিকে গ্রাস করে, যা তার বিশিষ্ট গুণ থেকে রহিত হয়ে তেজে বিলীন হয়। বায়ু তেজের অন্তর্ভুক্ত রূপ গুণটিকে গ্রাস করে এবং তেজ অতপর রূপ রহিত হয়ে বায়ুতে বিলীন হয়। ব্যোম বায়ুর গুণ তথা স্পর্শকে গ্রাস করে এবং সেই বায়ু ব্যোমে প্রবেশ করে। তারপর, হে রাজন্, তমোগুণাশ্রিত অহংকার ব্যোমের গুণ শব্দকে হরণ করে, যার পর ব্যোম অহংকারে বিলীন হয়ে যায়। রজোগুণাশ্রিত অহংকার ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার দেবতাদের গ্রাস করে। তারপর সমগ্র মহৎ তত্ত্ব তার বিচিত্র কার্যাবলী সহ অহংকারকে গ্রাস করে এবং সেই মহৎ প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণ সত্ত্ব রজ এবং তমের দ্বারা গ্রস্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এই সকল গুণগুলি পুনরায় কাল প্রেরিত হয়ে প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ প্রধানের দ্বারা গ্রস্ত

হয়। সেই অব্যক্ত প্রকৃতি কালের প্রভাবে সংঘটিত ছয় প্রকার পরিবর্তনের অধীনস্থ হয় না। বরং, এর কোন আদি বা অন্ত নেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির অব্যক্ত, নিত্য এবং অব্যয় কারণ।

শ্লোক ২০-২১

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং
তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী ।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা
ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥ ২০ ॥
ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং
ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥ ২১ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **বাচঃ**—বাক্য; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **ন**—না; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **বা**—অথবা; **মহৎ**—মহৎতত্ত্ব; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **অমী**—এই সকল গুণগুলি; **ন**—না; **প্রাণ**—প্রাণ; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দেবতাঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **সন্নিবেশঃ**—সন্নিবেশ; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **লোক-কল্পঃ**—গ্রহলোকের সন্নিবেশ; **ন**—না; **স্বপ্ন**—নিদ্রা; **জাগ্রৎ**—জাগ্রত অবস্থা; **ন**—না; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **সুষুপ্তম্**—সুষুপ্তি; **ন**—না; **খম্**—ক্ষিতি; **জলম্**—অপ; **ভূঃ**—ক্ষিতি; **অনিলঃ**—বায়ু; **অগ্নিঃ**—তেজ; **অর্কঃ**—সূর্য; **সংসুপ্তবৎ**—গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির মতো; **শূন্যবৎ**—শূন্যের মতো; **অপ্রতর্ক্যম্**—তর্কের অতীত; **তৎ**—সেই প্রধান; **মূল-ভূতম্**—মূলভূত; **পদম্**—বস্তু; **আমনন্তি**—মহান প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত প্রধান রূপে কোন বাক্যের প্রকাশ হয় না, মহৎ তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের প্রকাশ হয় না এবং মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে সত্ত্ব রজ তম গুণেরও অস্তিত্ব নেই। সেখানে প্রাণবায়ু বা বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয় সমূহ বা দেবতাগণও নেই। গ্রহপুঞ্জের নির্দিষ্ট কোনও সন্নিবেশ নেই এবং চেতনার নিদ্রা, জাগ্রত ও সুষুপ্তি আদি স্তরও নেই। ব্যোম, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ অথবা সূর্যও নেই। তা যেন ঠিক এক গভীর নিদ্রামগ্ন বা

শূন্যময় অবস্থা। বস্তুতপক্ষে তা অবর্ণনীয়। পরমার্থ তত্ত্ববিদগণ ব্যাখ্যা করেন যে সেই প্রধানই যেহেতু আদি উপাদান, তাই এটিই হচ্ছে জড়া সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি।

শ্লোক ২২

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা ।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ ॥ ২২ ॥

লয়ঃ—প্রলয়; **প্রাকৃতিকঃ**—জড় উপাদান সমূহের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এষঃ**—এই; **পুরুষ**—পরমপুরুষ ভগবানের; **অব্যক্তয়োঃ**—অব্যক্ত রূপে তাঁর জড়া প্রকৃতির; **যদা**—যখন; **শক্তয়ঃ**—শক্তি সমূহ; **সম্প্রলীয়ন্তে**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; **বিবশাঃ**—বিবশ; **কাল**—কালের দ্বারা; **বিদ্রুতাঃ**—বিশৃঙ্খলিত।

অনুবাদ

এই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে সময় পরম পুরুষ ভগবানের শক্তিসমূহ এবং তাঁর অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি কাল প্রভাবে বিশৃঙ্খলিত হয়ে শক্তিরহিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একত্রে বিলীন হয়ে যায়।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্ ।
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধি—বুদ্ধির; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—উপলব্ধির বিষয়; **রূপেণ**—রূপে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ভাতি**—প্রকাশিত হয়; **তৎ**—এই সকল উপাদানের; **আশ্রয়ম্**—ভিত্তি; **দৃশ্যত্ব**—দৃশ্য হওয়ার ফলে; **অব্যতিরেকাভ্যাম্**—তার নিজস্ব কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে; **আদি-অন্ত-বৎ**—আদি এবং অন্ত সমন্বিত; **অবস্তু**—অবাস্তব; **যৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

এই সেই পরম সত্য যিনি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি এই সকলের পরম ভিত্তি। সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হওয়ার ফলে এবং তাঁর স্বীয় কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে যা কিছুই আদি এবং অন্তবৎ, তা-ই হচ্ছে অবস্তু।

তাৎপর্য

দৃশ্যত্ব শব্দটি ইঙ্গিত করে যে সূক্ষ্ম ও স্থূল যাবতীয় জড় প্রকাশ পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারাই দৃশ্য হয় এবং পুনরায় প্রলয়কালে অদৃশ্য বা অব্যক্ত হয়ে যায়। তাই মূলত এগুলি তাদের সঙ্কোচন এবং প্রসারণের মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মহাপ্রভু আদেশ করেছেন যে, সারা বিশ্বের মানুষের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে গ্রহণ করা। ভগবানের যথার্থ ভক্তদের কর্তব্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে মহাপ্রভুর সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা। এইভাবে তাঁরা তাঁর অনিবার্য আদেশ প্রদান করে, সেই অলৌকিক ঐশ্বর্যের অংশীদার হতে পারেন।

শ্লোক ২৮

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যূপবৃংহিতা ॥ ২৮ ॥

মৎ-ভক্ত্যা—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যিনি শুদ্ধ হয়েছেন তাঁর; **যোগিনঃ**—যোগীর; **ধারণাবিদঃ**—যিনি ধ্যানের পদ্ধতি জানেন; **তস্য**—তার; **ত্রৈকালিকী**—তিন কালেই কার্যকারী যেমন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জন্ম-মৃত্যু**—জন্ম-মৃত্যু; **উপবৃংহিতা**—সহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন আরও পাঁচটি নিকৃষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৯

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ ।
মদ্যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ ॥

অগ্নি—আগুণ দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি (সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদি); **ন**—না; **হন্যেত**—আহত হতে পারে; **মুনেঃ**—জ্ঞানী যোগীর; **যোগময়ম্**—যোগ বিজ্ঞানে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; **বপুঃ**—শরীর; **মৎ-যোগ**—আমার সহিত ভক্তিযুক্ত সম্পর্কের দ্বারা; **শান্ত**—শান্ত; **চিত্তস্য**—যার চেতনা; **যাদসাম্**—জলজ প্রাণীদের; **উদকম্**—জল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।

শ্লোক ২৬

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।
ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ ॥ ২৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **জল-ধরাঃ**—মেঘরাজি; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ভবন্তি**—হয়; **ন ভবন্তি**—হয় না; **চ**—এবং; **ব্রহ্মণি**—পরম সত্য ব্রহ্মে; **ইদম্**—এই; **তথা**—অনুরূপভাবে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অবয়বি**—অংশ যুক্ত; **উদয়**—সৃষ্টির জন্য; **অপ্যয়াৎ**—এবং লয় প্রাপ্ত হওয়া।

অনুবাদ

ঠিক যেমন আকাশের মেঘপুঞ্জ তাদের স্বরূপগত উপাদান সমূহের সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে সৃষ্ট এবং অন্তর্হিত হয়, তেমনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড তার স্বরূপগত উপাদান সমূহের অংশের সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা পরম সত্যের মধ্যেই সৃষ্ট এবং ধ্বংস হয়।

শ্লোক ২৭

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্বাবয়বিনামিহ ।
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ ॥ ২৭ ॥

সত্যম্—সত্য; **হি**—কারণ; **অবয়বঃ**—উপাদান কারণ; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়েছে; **সর্ব-অবয়বিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **ইহ**—এই সৃষ্ট জগতে; **বিনা**—বিনা; **অর্থেন**—তাদের ব্যক্ত সৃষ্টি; **প্রতীয়েরন্**—উপলব্ধ হতে পারে; **পটস্য**—একটি বস্ত্রের; **ইব**—যেন; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **তন্তবঃ**—সূতাগুলি।

অনুবাদ

হে রাজন্, (বেদান্ত সূত্রে) বলা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডে উপাদান-কারণ যা কিছু ব্যক্ত বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে পৃথক সত্যরূপেও অনুভব করা যেতে পারে, ঠিক যেমন বস্ত্র সৃষ্টি করে যে সূতা, সেগুলিকে তাদের উৎপাদিত বস্তু থেকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়।

শ্লোক ২৮

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **সামান্য**—সাধারণ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে; **বিশেষাভ্যাম্**—এবং বিশিষ্ট উৎপাদন; **উপলভ্যেত**—উপলব্ধ হয়; **সঃ**—সেই; **ভ্রমঃ**—ভ্রম; **অন্যোন্য**—পারস্পরিক; **অপাশ্রয়াৎ**—নির্ভরতা হেতু; **সর্বম্**—সব কিছু; **আদি-অন্ত-বৎ**—যার শুরু এবং শেষ আছে; **অবস্তু**—অবাস্তব; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

সাধারণ কারণ এবং বিশেষ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু উপলব্ধ হয়, তা অবশ্যই ভ্রম, কেননা এই কার্য এবং কারণ সমূহ শুধুমাত্র পরস্পর সাপেক্ষে বিদ্যমান। বস্তুতপক্ষে যা কিছুর আদি এবং অন্ত আছে, তা-ই অবাস্তব।

তাৎপর্য

কার্যকে প্রত্যক্ষ না করে কোনও জড় কারণের প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি জ্বলন্ত বস্তু বা ভস্মরূপে অগ্নির যে-কার্য, তাকে পর্যবেক্ষণ না করলে অগ্নির দাহিকা শক্তির উপলব্ধি হতে পারে না। অনুরূপভাবে, জলের আর্দ্রতা গুণটি একটি ভিজা কাপড় বা কাগজের মধ্যে কার্যরূপে দর্শন না করলে তার উপলব্ধি হতে পারে না। একজন মানুষের সাংগঠনিক শক্তি তাঁর গতিশীল কার্যের ফলশ্রুতি স্বরূপ একটি সুদৃঢ় সংস্থাকে না দেখলে অনুধাবন করা যায় না। এইভাবে, কার্যগুলি যে কারণের উপর নির্ভর করে, শুধু তাই নয়, কারণের উপলব্ধিও কার্যের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। এইভাবে উভয়েরই সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় আপেক্ষিকভাবে, এবং এদের আদি ও অন্ত আছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে এই রকম সমস্ত জড় কার্য এবং কারণই হচ্ছে মূলত তাৎক্ষণিক এবং আপেক্ষিক, এবং পরিণামে মায়া মাত্র।

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সর্ব কারণের পরম কারণ, তবুও তার কোনও আদি বা অন্ত নেই। তাই তিনি জড় বা মায়া নন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং শক্তি সমূহ হচ্ছে পরম সত্য এবং এগুলি জড় কার্য এবং কারণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ২৯

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা ।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ ॥ ২৯ ॥

বিকারঃ—সৃষ্ট বিষয়ের রূপান্তর; **খ্যায়মানঃ**—প্রতিভাত হয়; **অপি**—যদিও; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরম আত্মা; **অন্তরা**—ছাড়া; **ন**—না; **নিরূপ্যঃ**—চিন্তনীয়; **অস্তি**—হয়; **অণুঃ**—একটি অণু; **অপি**—এমন কি; **স্যাৎ**—এরকমই হয়; **চেৎ**—যদিও; **চিৎ-সমঃ**—সমভাবে চিন্ময়; **আত্মবৎ**—অপরিবর্তিত থাকে।

অনুবাদ

রূপান্তরকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও, পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে জড়া প্রকৃতির এমন কি একটিমাত্র পরমাণুর রূপান্তরেরও কোন পরম সংজ্ঞা থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করতে হলে যে কোন বস্তুকে অবশ্যই শুদ্ধ আত্মার মতোই নিত্য অপরিবর্তিত চিৎগুণকে ধারণ করতে হবে।

তাৎপর্য

মরুভূতিতে জলের মতো প্রতিভাত হয় যে মরীচিকা, বস্তুতপক্ষে তা হচ্ছে আলোকেরই একটি প্রকাশ। জলের এই মিথ্যা প্রকাশ হচ্ছে আলোকেরই এক বিশেষ রূপান্তর। অনুরূপভাবে যা কিছু ভ্রান্তরূপে স্বতন্ত্র জড়া প্রকৃতি বলে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানেরই শক্তির পরিণাম মাত্র। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ৩০

ন হি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে ।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব ॥ ৩০ ॥

ন—নেই; হি—বস্তুতপক্ষে; সত্যস্য—পরম সত্যের; নানাত্বম্—দ্বৈতভাব; অবিদ্বান্—অবিদ্বান; যদি—যদি; মন্যতে—মনে করে; নানাত্বম্—দ্বৈতভাব; ছিদ্রয়োঃ—দুই আকাশের; যদ্বৎ—ঠিক যেন; জ্যোতিষোঃ—আকাশস্থ দুটি আলোকের; বাতয়োঃ—দুটি বায়ুর; ইব—মতো।

অনুবাদ

পরম সত্যে কোন জড়ীয় দ্বৈতভাব নেই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে দ্বৈতভাব দর্শন করে, তা হচ্ছে একটি শূন্যপাত্রে অবস্থিত আকাশ এবং পাত্রের বাইরে অবস্থিত আকাশের পার্থক্যের মতো, কিংবা জলে প্রতিভাত সূর্য এবং আকাশে অবস্থিত স্বয়ং সূর্যের পার্থক্যের মতো, অথবা কোন জীবদেহের অভ্যন্তরে স্থিত এবং অন্য দেহে স্থিত প্রাণবায়ুর পার্থক্যের মতো।

শ্লোক ৩১

যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে
নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু ।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো
ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেন; **হিরণ্যম্**—সোনা; **বহুধা**—বিভিন্ন রূপে; **সমীয়তে**—প্রতিভাত হয়; **নৃভিঃ**—মানুষদের কাছে; **ক্রিয়াভিঃ**—ক্রিয়ার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে; **ব্যবহার-বর্ত্মসু**—সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **বচোভিঃ**—বিচিত্র শব্দে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজঃ**—জড় ইন্দ্রিয়াতীত চিন্ময় ভগবান; **ব্যাখ্যায়তে**—বর্ণিত হয়; **লৌকিক**—লৌকিক; **বৈদিকৈঃ**—বৈদিক; **জনৈঃ**—মানুষদের দ্বারা।

অনুবাদ

উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিচিত্ররূপে স্বর্ণের ব্যবহার করেন এবং তাই স্বর্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে, জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাকেও বিভিন্ন প্রকার বেদজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তাৎপর্য

যারা পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তারা সকলেই ভগবান এবং তাঁর শক্তিকে শোষণ করার চেষ্টা করছে। তাদের এই শোষণ কৌশলের তারতম্য অনুসারে তারা পরম সত্যকে বিচিত্ররূপে অনুভব করে এবং বর্ণনা করে। আন্তরিক নিষ্ঠা পরায়ণ মানুষেরা মূর্খের মতো পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীয় স্বার্থের উপযোগী ধারণায় পর্যবসিত করেন না, তাঁদের কল্যাণের জন্য পরম সত্য স্বয়ং *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* নিজেকে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্লোক ৩২

যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো
হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ॥ ৩২ ॥

যথা—যেমন; **ঘনঃ**—মেঘ; **অর্ক**—সূর্যের; **প্রভবঃ**—উৎপাদন; **অর্ক**—সূর্যের দ্বারা; **দর্শিতঃ**—দর্শনযোগ্য করা হয়েছে; **হি**—বস্তুত পক্ষে; **অর্ক**—সূর্যের; **অংশ-ভূতস্য**—আংশিক বিস্তার; **চ**—এবং; **চক্ষুষঃ**—চক্ষুর; **তমঃ**—অন্ধকার; **এবম্**—একইভাবে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—অহংকার; **ব্রহ্ম-গুণঃ**—পরম সত্য ব্রহ্মের গুণ; **তৎ-ঈক্ষিতঃ**—পরম সত্যের প্রতিনিধির মাধ্যমে দর্শনীয়; **ব্রহ্ম-অংশকস্য**—পরমসত্যের অংশ প্রকাশ; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **আত্ম-বন্ধনঃ**—পরম আত্মার দর্শনে বাধা সৃষ্টি করে।

অনুবাদ

যদিও মেঘ হচ্ছে সূর্যেরই সৃষ্টি এবং সূর্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও সূর্যেরই আরেকটি অংশে বিস্তার এই দর্শনকারী চক্ষুর পক্ষে তা অন্ধকার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, পরম সত্যেরই একটি বিশেষ সৃষ্টি এই জড় এবং মিথ্যা অহংকার পরম সত্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, এবং পরম সত্যেরই আর একটি অংশ প্রকাশ জীবাত্মার পক্ষে পরম সত্যের উপলব্ধির পথে তা বাধার সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩৩

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা ।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ ৩৩ ॥

ঘনঃ—মেঘ; **যদা**—যখন; **অর্কপ্রভবঃ**—সূর্যের উৎপাদন; **বিদীর্যতে**—বিদীর্ণ হয়; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **স্বরূপম্**—তার প্রকৃত স্বরূপে; **রবিম্**—সূর্য; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে; **তদা**—তখন; **যদা**—যখন; **হি**—বাস্তবিকই; **অহঙ্কারঃ**—অহংকার; **উপাধিঃ**—বাহ্য আবরণ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **জিজ্ঞাসয়া**—পারমার্থিক জিজ্ঞাসার দ্বারা; **নশ্যতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হয়; **তর্হি**—সেই সময়; **অনুস্মরেৎ**—মানুষ তার যথার্থ স্মৃতি লাভ করে।

অনুবাদ

মূলত সূর্য থেকেই সৃষ্ট মেঘ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চক্ষু তখন সূর্যের প্রকৃত রূপকে দর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে, জীবাত্মা যখন দিব্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তার মিথ্যা অহংকারের আবরণকে ধ্বংস করতে পারে, তখন তিনি তার আদি স্বরূপ চেতনাকে অনুস্মরণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন সূর্য দর্শনের পথে মানুষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ মেঘকে সূর্যই উত্তাপের দ্বারা বিদীর্ণ করতে পারে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান (এবং কেবল তিনিই) তাঁর দর্শনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী মিথ্যা অহংকারকে দূরীভূত করতে পারে। তবে পেঁচার মতো কিছু জীব আছে যারা সূর্যকে দর্শন করতে পরাঙ্মুখ। একইভাবে, যারা চিন্ময় জ্ঞানে আগ্রহী নয়, তারা কখনই ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ গ্রহণ করবে না।

শ্লোক ৩৪

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্ ।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্ ॥ ৩৪ ॥

যদা—যখন; **এবম্**—এইভাবে; **এতেন**—এর দ্বারা; **বিবেক**—ভালমন্দ বিচারের; **হেতিনা**—হাতিয়ার; **মায়াময়**—ভ্রমাত্মক; **অহঙ্করণ**—মিথ্যা অহংকার; **আত্ম**—আত্মার; **বন্ধনম্**—বন্ধনের কারণ; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **অচ্যুত**—অচ্যুতের; **আত্ম**—পরমাত্মা; **অনুভবঃ**—অনুভব; **অবতিষ্ঠতে**—দৃঢ়ভাবে বিকশিত করে; **তম্**—তা; **আহুঃ**—তারা বলেন; **আত্যন্তিকম্**—আত্যন্তিক; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **সংপ্লবম্**—প্রলয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিবেক বিচারের জ্ঞানরূপ হাতিয়ার দিয়ে আত্মার বন্ধন সৃষ্টিকারী ভ্রমাত্মক এই মিথ্যা অহংকার যখন ছিন্ন হয়, এবং মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের উপলব্ধি বিকশিত করেন, তখন তাকে জড় জগতের আত্যন্তিক প্রলয় বলে।

শ্লোক ৩৫

নিত্যদা সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরন্তপ ।
উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

নিত্যদা—অবিরাম; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের; **ব্রহ্ম-আদিনাম্**—ব্রহ্মা আদি; **পরম্-তপ**—হে শত্রু দমনকারী; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **প্রলয়ৌ**—প্রলয়; **একে**—কিছু; **সূক্ষ্ম-জ্ঞাঃ**—সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানে পারদর্শী; **সম্প্রচক্ষতে**—ঘোষণা করে।

অনুবাদ

হে পরন্তপ, প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছেন যে ব্রহ্মা আদি সমস্ত সৃষ্ট জীবই অবিরাম সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন হয়।

শ্লোক ৩৬

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা ।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ ॥ ৩৬ ॥

কাল—কালের; **স্রোতঃ**—শক্তিশালী স্রোতের; **জবেন**—শক্তির দ্বারা; **আশু**—দ্রুত; **হ্রিয়মাণস্য**—ক্ষয়শীল বিষয়ের; **নিত্যদা**—অবিরাম; **পরিণামিনাম্**—পরিণামী বিষয়ের; **অবস্থাঃ**—বিভিন্ন অবস্থা; **তাঃ**—তারা; **জন্ম**—জন্মের; **প্রলয়**—এবং প্রলয়; **হেতবঃ**—হেতু সমূহ।

অনুবাদ

সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু রূপান্তরিত হয় এবং অবিরাম ও দ্রুত প্রবল কাল-প্রবাহের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড় বস্তু সমূহ তাদের অস্তিত্বের যে সকল স্তর প্রকাশ করে, সেগুলি হচ্ছে তাদের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্যকারণ।

শ্লোক ৩৭

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্তিনা ।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব ॥ ৩৭ ॥

অনাদি-অন্ত-বতা—আদি অন্তহীন; **অনেন**—এর দ্বারা; **কালেন**—কাল; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মূর্তিনা**—প্রতিনিধি; **অবস্থাঃ**—বিভিন্ন অবস্থা; **ন**—না; **এব**—বস্তুতই; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **বিয়তি**—বাহ্য আকাশে; **জ্যোতিষাম্**—চলমান গ্রহ পুঞ্জের; **ইব**—ঠিক যেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিনিধি আদি অন্তহীন কালের দ্বারা সৃষ্ট এই অবস্থাগুলি দৃশ্য নয়, ঠিক যেমন বাহ্য আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থার অতিসূক্ষ্ম তাৎক্ষণিক পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

তাৎপর্য

যদিও প্রত্যেকেই জানে যে সূর্য অবিরাম আকাশে ভ্রমণ করছে, তবুও মানুষ সাধারণত সূর্যকে ভ্রমণ করতে দেখে না। অনুরূপভাবে, কেউ সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করেনা যে তার চুল বা নখের বৃদ্ধি হচ্ছে, যদিও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আমরা বৃদ্ধির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি। ভগবানের শক্তি এই কাল অতিসূক্ষ্ম এবং প্রবল এবং যে সমস্ত মূর্খরা এই জড় সৃষ্টিকে শোষণ করার চেষ্টা করছে তাদের পক্ষে এক দুরতিক্রম্য বাধা স্বরূপ।

শ্লোক ৩৮

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ ।
আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ৩৮ ॥

নিত্যঃ—নিত্য; **নৈমিত্তিকঃ**—নৈমিত্তিক; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুত; **তথা**—ও; **প্রাকৃতিকঃ**—প্রাকৃতিক; **লয়ঃ**—লয়; **আত্যন্তিকঃ**—আত্যন্তিক; **চ**—এবং; **কথিতঃ**—কথিত হয়; **কালস্য**—কালের; **গতিঃ**—গতি; **ঈদৃশী**—এইরূপ।

অনুবাদ

এইভাবে কালের গতিকে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক—এই চার প্রকার প্রলয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হল।

শ্লোক ৩৯

এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতু-
র্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ ।
লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ
কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ ॥ ৩৯ ॥

এতঃ—এই সকল; **কুরুশ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **জগৎ-বিধাতুঃ**—জগৎ স্রষ্টার; **নারায়ণস্য**—ভগবান নারায়ণের; **অখিল-সত্ত্ব-ধাম্নঃ**—সমস্ত অস্তিত্বের উৎস; **লীলা-কথাঃ**—লীলা কথা; **তে**—তোমাকে; **কথিতাঃ**—কথিত হয়েছে; **সমাসতঃ**—সংক্ষেপে; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **ন**—না; **অজঃ**—অজ ব্রহ্মা; **অপি**—এমন কি; **অভিধাতুম্**—বিবরণ দিতে; **ঈশঃ**—সক্ষম।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি শুধু সংক্ষেপে তোমার কাছে জগৎ স্রষ্টা এবং সমস্ত অস্তিত্বের পরম উৎস ভগবান শ্রীনারায়ণের এই সকল লীলাকথা বর্ণনা করলাম। এমন কি ব্রহ্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে এইসকল লীলা বর্ণনা করতে অক্ষম।

শ্লোক ৪০

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ॥ ৪০ ॥

সংসার—সংসারের; **সিন্ধুম্**—সমুদ্র; **অতি-দুস্তরম্**—অতিক্রম করা অসম্ভব; **উত্তিতীর্ষোঃ**—উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে; **ন**—নেই; **অন্যঃ**—অন্য; **প্লবঃ**—নৌকা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পুরুষ-উত্তমস্য**—উত্তম পুরুষ; **লীলা-কথা**—

লীলা কথা; **রস**—দিব্যরস; **নিষেবণম্**—সেবা দান করা; **অন্তরেণ**—এর থেকে পৃথক; **পুংসঃ**—ব্যক্তির; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বিবিধ**—বিবিধ; **দুঃখ**—জড় দুঃখ; **দব**—অগ্নির দ্বারা; **আর্দিতস্য**—দুঃখিত।

অনুবাদ

যে মানুষ অগণিত দুঃখের আগুনে জর্জরিত হচ্ছে এবং যিনি এই জড় অস্তিত্বের দুরতিক্রম্য সাগরকে অতিক্রম করতে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথার দিব্য রসের প্রতি ভক্তি অনুশীলন ছাড়া আর কোন উপযুক্ত নৌকা নেই।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এমন কি তার আংশিক উপলব্ধিও মানুষকে তার জড় অস্তিত্বের অসহনীয় দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে। এই জড় জগতের জ্বর শুধুমাত্র হরিনাম এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নিখুঁতরূপে বর্ণিত পরমেশ্বরের লীলা কথারূপ ঔষধের দ্বারাই নিরাময় করা যেতে পারে।

শ্লোক ৪১

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥ ৪১ ॥

পুরাণ—সমস্ত পুরাণের মধ্যে; **সংহিতাম্**—সারকথা; **এতাম্**—এই; **ঋষিঃ**—মহাঋষি; **নারায়ণঃ**—ভগবান নর-নারায়ণ; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **নারদায়**—নারদ মুনির প্রতি; **পুরা**—পুরাকালে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; **সঃ**—তিনি, নারদ।

অনুবাদ

বহুকাল পূর্বে সমস্ত পুরাণের এই সার সংহিতা অচ্যুত ভগবান শ্রীনরনারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বলেছিলেন, যিনি তা পরবর্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; **বৈঃ**—বস্তুত পক্ষে; **মহ্যম্**—আমাকে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিশালী

অবতার; **বাদরায়ণঃ**—শ্রীল ব্যাসদেব; **ইমাম্**—এই; **ভাগবতীম্**—ভাগবত শাস্ত্র; **প্রীতঃ**—তৃপ্ত হয়ে; **সংহিতাম্**—সংহিতা; **বেদ-সম্মিতাম্**—চার বেদের সমতুল্য মর্যদাসম্পন্ন।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিত মহারাজ, সেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীল ব্যাসদেব চারিবেদের সমান গুরুত্ব সম্পন্ন এই একই শাস্ত্র তথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

ইমাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে ।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইমাম্—এই; **বক্ষ্যতি**—বলবেন; **অসৌ**—আমাদের সম্মুখে উপস্থিত; **সূতঃ**—সূত গোস্বামী; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের কাছে; **নৈমিষ-আলয়ে**—নৈমিষারণ্যে; **দীর্ঘ-সত্রে**—দীর্ঘায়িত যজ্ঞানুষ্ঠানে; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **সংপৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **শৌনক-আদিভিঃ**—শৌনকাদি পরিচালিত সভার দ্বারা।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমাদের সম্মুখে আসীন এই সেই সূত গোস্বামী যিনি নৈমিষারণ্যের সুদীর্ঘ মহাযজ্ঞে সমবেত মুনিঋষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথা বর্ণনা করবেন। শৌনকাদি সভাষদদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তা কীর্তন করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।